মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব,
শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীবলরাম

৫৬ বর্ষ ❀ ১১শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ❀ জুন, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-9435179292
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা	—	৫
৪। শুদ্ধজ্ঞানের সমাশ্রয় হচ্ছেন শ্রীনৃসিংহদেব	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৬
৫। শরণাগতি শিক্ষা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।	৭
৬। শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	১১
৭। মহারাজ চিত্রকেতু	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে।	১৩
৮। শ্রীস্নানযাত্রা	গৌড়ীয় হইতে উদ্বৃত	১৬
৮। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৭
৯। আসুন! সহজে সংস্কৃত, ভক্তিশাস্ত্রী, ইংরাজী ও মৃদঙ্গবাদন শিখুন	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৬ বর্ষ ❀ ১১শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ❀ জুন, ২০১৯

সারকথা

**অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'—'প্রয়োজন'।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২৫)

**ঐছে শাস্ত্র কহে'—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্তে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৩৬)

**মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫৯)

**প্রভু কহে,—মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—১২।১৬৭)

**প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—১১।১৮৯)

**কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥**
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।৬৭)

**'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২৪।৯৯)

**ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥**
(চৈঃ চঃ অঃ—৩।২১৩)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—গ্রাম্যকথা বলা ও গ্রাম্যকথা শুনা কি ভক্তিহানিকর ও অমঙ্গলজনক?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।' যাঁহারা হরিভজনে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ও রুচি-সম্পন্ন, তাঁহাদের জন্যই এই কথাগুলি বলা হয়েছে। ভাল খাওয়াতে নিজের বেশী ক্ষতি হয়, অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা অর্থাৎ হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। কিন্তু ভাল পরাটা বেশী খারাপ। অপরের জন্যই লোক ভাল পরে। অপরের জন্য কেন? অপরের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও মনকে-হরিভজন হইতে ছুটি করানই ভাল পরার উদ্দেশ্য। জিহ্বার লালসা ভাল নয়। তাহাতে ভক্তিহানি হয়। 'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।' ইহাও মহাপ্রভুর কথা। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিলে ভাল খাওয়ার চেয়ে নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবার্ত্তা বলিলে ভাল পরার থেকেও অপরের বেশী অসুবিধা করা হয়। অসদবার্ত্তা বা গ্রাম্যকথা বেশ্যা-সদৃশী। তদ্দ্বারা জীবের চিত্ত কলুষিত বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া হরিভজনে খুব বাধা হয়। বাজে কথায় যাদের রুচি বেশী, তা'দের হরিকথায় স্বাভাবিক রুচির অভাব জানিতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন 'অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ।'

পাঁচটা লোক একসঙ্গে সমবেত হইলে বাজেকথা হইবেই এজন্য ভক্তগণ সতত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা হইলে কেহই গ্রাম্যকথা বা বাজেকথা আলোচনার সুযোগ পায় না।

যাঁহারা হরিভজন করিতে চান, তাঁহারা গ্রাম্যকথা শুনিবেন না ও বলিবেন না এবং ভাল খাওয়া-পরার দিকেও দৃষ্টি দিবেন না। কারণ ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই দূরে সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা থাকিলে কখনই হরিভজন হইবে না। আবার গ্রাম্যকথা শুনা বা বলার ইচ্ছা ও তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে তফাৎ করিয়া জীবকে বিপথগামী করিবে এবং তাহার ভজন হইতে ছুটি হইয়া যাইবে। এজন্য ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এসব বিষয় হইতে সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

প্রঃ—নিত্যকল্যাণ-লাভের উপায় কি?

উঃ—ভগবদ্ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষা এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক, তাহারা নিত্যকল্যাণ লাভ করুক। সেই নিত্যকল্যাণলাভের উপায়—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়। যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়, শ্রীরূপাভিন্ন সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিভজনের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের পদধূলি সম্বল হইলে ভুবনমোহন কৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবা লাভ করিতে পারা যাইবে। এজন্য শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম নিত্যভজনীয়। অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এজগতের বস্তু নহেন, অনিত্য বস্তু নহেন, রক্তমাংসের পিণ্ড মাত্র নহেন। তিনি ভগবানের ন্যায়ই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নরব্রহ্ম নর নহেন। ভগবদ্বস্তুকে অর্থাৎ গুরু ও গৌরাঙ্গকে যাহারা জগতের অন্যতম বস্তু বলে মনে করে, তাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেবার অভিনয় মাত্র করে। তাহা শুদ্ধসেবা নহে, তাকে বাণিয়া-বৃত্তি বা পদ্মানীতি বলা হয়। জীব যে-কাল পর্যন্ত ভজনীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণ আনুগত্য না করে, সে-কাল পর্যন্ত ভগবান তাহার দর্শনীয় হন না। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃতত্ব, ঈশ্বরত্ব ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব অবগত নহে, তাহারা চিদ্‌রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হলেই আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চেতনময়—সেবা-শোভাময় দিব্যচক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিকটে পৌঁছিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হইবে না। ভজনীয়-বস্তু গুরু-কৃষ্ণের ভজন নিষ্কপটে করিলেই মঙ্গল হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না। তাই আমাদের প্রার্থনা—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌গুরুপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি যে—আমি অন্য কিছুই চাই না, আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না, আমি কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হইতে চাই— *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(স্থান—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ, তাং-০৭।১১।৪০)

বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজয়েন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

(শ্রীল শ্রীধরস্বামী)

বিষয়ে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির কৃষ্ণাসক্তি অতি দূরে। কারণ, পূর্বদিকে গমন করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে।

পূর্বদিক অর্থাৎ ভক্তিপথ ও পশ্চিমদিক অর্থাৎ অভক্তিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। যে যত পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে, সে তত পশ্চিম দিক হইতে দূরে যাইতেছে, আর যে যত পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মায়ার দিকে যাইতেছে, সে তত পূর্বদিক অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যে যত সূর্যের দিকে উন্মুখ হইতেছে, সে তত আলোক পাইতেছে, আর যে যত সূর্যকে পশ্চাৎ দিতেছে সে তত অন্ধকারের দিকে যাইতেছে।

কৃষ্ণবিমুখ সংসার—মায়ার সংসার। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। সকলকে কৃষ্ণশক্তিরূপে দর্শন হইলে আর ভোগবুদ্ধি থাকে না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণের জন, আর যাঁহারা হরিভজন করেন না, তাঁহারা লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ শ্রীহীন—ভোগী বা ত্যাগী। লোকে 'নারায়ণ ছেলে' বলে না, 'লক্ষ্মী ছেলেই বলে। কারণ জীব মাত্রেই শক্তি অর্থাৎ নারায়ণের ভোগ্য।

ষ্টেশনে যাওয়া, টিকিট কাটা, ট্রেনে উঠা, গাড়ীতে চলা—সবই ঠিক হইল, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইব মনস্থ করিয়া যদি শিয়ালদহ ষ্টেশনে টিকিট কাটি ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ট্রেনে চড়ি, তবে কি বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে? হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ, সদাচার পালনে অভিনয় ও ভক্ত্যাঙ্গযাজনের অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান স্থির না হয়, তবে শ্রবণমাত্র সার হইবে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাইবে না। চলার অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে চলা হয়, তবে গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাইবে না।

শ্রীভগবান ও তাঁহার নিজজন অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহারা এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও মায়ার অধীন বা গুণাক্রান্ত হন না। মায়াচ্ছন্নজীবগণ অক্ষজজ্ঞানে তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া অপরাধ করে। তাই শাস্ত্র বলেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌ গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব সর্বক্ষণ স্থির রাখিয়া চলিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি শ্রীধামে থাকিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই গুরুবস্তু। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত থাকিলেই সেবা হইবে, আর সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া যাহা কিছু করা যাইবে তাহাতে কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চ্চনকারী সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইলে অর্চ্চনটা কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চ্চনকারী শ্রীগুরুকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন—''হে গুরুদেব হে গান্ধর্ব গিরিধারিণ্‌ আমার যেন অপরাধ না হয়। আমি যেন কোন প্রকার অন্যাভিলাষ পোষণ না করি।'' ভাড়াটিয়া দ্বারা কখনও সেবা হয় না, কৃষ্ণসেবার নৈবেদ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ভগবানের নিকট নিবেদন করিতে হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রিয় বলিলে চলিবে না। অনেকে কীর্ত্তন করেন, কিন্তু কীর্ত্তনের পদের অর্থ অনুসন্ধান করেন না। অনেকেই গড্ডালিকাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সার গ্রহণ করিতেছেন না। Routine work করিলেই হরিভক্তি হয় না। আমাদিগকে কীর্ত্তনের পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। চেতন অর্থাৎ সেবাপ্রাণ হইলে সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচার মার্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের ভিতর ও বাহির ঠিক রাখিতে হইবে।

শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ

''আমি ধীরে ধীরে যাইতে পারি না, ইহা আমার সত্ত্বা নহে। তোমরাও আমার সঙ্গে দ্রুতগতিতে চল, তোমাদিগকে এক জীবনেই শ্রীকৃষ্ণচরণে কল্পবৃক্ষতলে লইয়া যাইবার জন্য আমি আমার প্রভুর আদেশে শ্রীগোলোক হইতে ভূলোকে আসিয়াছি।

(গৌড়ীয়—২১ বর্ষ/৩৬-৩৭/৩৫৪ পৃঃ)

শুদ্ধজ্ঞানের সমাশ্রয় হচ্ছেন শ্রীনৃসিংহদেব

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান—শ্রীনৃসিংহ পল্লী, তাং-০১-০৩-২০১৬

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমরা নিত্য প্রণতঃ হয়ে, পরমারাধ্যতম ভক্তগণের শ্রীচরণ প্রান্তে এসে আজ আমরা বড় ভাগ্যবশতঃ শ্রীগোদ্রুম ধামে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথির প্রাক্কালে গৌরকথা নিয়ে বসেছি। মহাপ্রভুর সব অন্তরঙ্গ লীলা তাঁর ভক্তগণের দ্বারা পরিসেবিত হলে তা অত্যন্ত সুন্দর ও সুশীতল হয়ে যায়।

পরমারাধ্যতম শ্রীগৌরসুন্দরের কথা, শ্রীগৌরভক্তগণের কথা, শ্রীগৌর আবির্ভাবের কথা শুনতে শুনতে চিত্ত নির্মল হয় ও পবিত্র হয় যাতে করে গৌরের লীলা হৃদয়ে স্থান পায়। এই প্রার্থনা করে আজ আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আরম্ভ করলাম। এসব কথা শোনা থাকলে মহাপ্রভুর লীলা যে কত উচ্চ মার্গের তা বুঝতে পারা যায়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের কথা এবং তাঁদের মুখ নিঃসৃত যে সমস্ত কথা ভাগবতগণ শ্রীগৌরসুন্দরের গানে শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা শুনছেন তাদের ভাগ্য অসীম। সেজন্য গৌর আবির্ভাবের প্রাক্কালে শ্রীগৌরকথা শুদ্ধভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। শ্রীগৌরকথা শোনা ঠিকমতো হলে, গৌর আবির্ভাব যখন আসবে তখন তাঁর মাহাত্ম্য হৃদয়ে অনুভব হবে। এই আলোচনায় আজ আমরা ব্রতী হয়েছি।

শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ তার প্রাণঢালা কথার দ্বারা গৌরের প্রীতিটা জানাবার সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন, যাতে করে আমরা গৌরের কৃপা পেতে পারি।

প্রহ্লাদ হৃদয়াল্লাদং ভক্ত্যাবিদ্যা বিদারণম্
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥
নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহো—
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো—
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ ॥

'বাগীশা যস্য বদনে' এই যে বাগীশার কথা বলা হচ্ছে, শুদ্ধ জ্ঞানের সমাশ্রয় হচ্ছেন শ্রীনৃসিংহদেব। ভক্তির জ্ঞান, ভক্তির ভান্ডারী যে শ্রীনৃসিংহদেব তাঁর কৃপায় ও গৌড়ীয় মিশনের কৃপায় আমরা এইস্থান পরিদর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

জীব যখন অজ্ঞান অন্ধকারে থাকে তখন ভগবানের এসব লীলা তার বোধগম্য হয় না। ভগবানের স্বরূপশক্তির দ্বারা প্রকটিত সম্বিতাখ্য জ্ঞানের প্রভাবে ভগবদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আহরণ করতে পারি আর হ্লাদিনীর বৃত্তির দ্বারা ভগবানের লীলা সম্বন্ধীয় জ্ঞান পেতে পারি। ভগবদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ করার পর শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তের কৃপায় শ্রীনৃসিংহদেব যে ভক্তবৎসল এই কথাটা বুঝতে পারব। এই ভক্তবৎসলতা গুণে প্রহ্লাদকে নিজের চরণে স্থান দিয়েছিলেন এবং তার বিপদ আপদ কেটে দিয়েছিলেন। আমাদের ভক্তির জীবনে যদি উঠতে হয় তাহলে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রেমময় লীলাকথা শুনতে হবে। আর মহাপ্রভু কিভাবে এই অতিশয় প্রেমোজ্জ্বল লীলাটাকে দর্শন করেছেন সেটা জানতে হবে। সেজন্য ভগবানের দয়ার কথা বিস্তৃতভাবে না শোনা পর্যন্ত আমরা ভক্তি বুঝতে পারব না।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতঃ—১১।২।৪২)

ভক্তি যে ভগবানের অনুভব আনাবে সেটা যতক্ষণ হ্লাদিনীবৃত্তি ও সম্বিতাখ্য বৃত্তি না খোলে ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারব না। জগতের জীব বহু কষ্ট করে ভগবানের কৃপাটা লাভ করবার জন্য কিন্তু সকলে সেই কৃপাটা পায় না। প্রহ্লাদ বর চাইলেন না শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে। শ্রীনৃসিংহদেব বললেন—তুমি কি বর চাও, তোমার জন্যই তো আমার

আবির্ভাব। বললেন কি আর বর চাইব, সব পেলাম যা আমার দরকার ছিল। দরকার ছিল মানে—ভক্তি তো করছেন, ভক্তিতে অভক্তিপর কিছু দুষ্কৃতি থাকলে তাকে তিনি amend করে দেন, amend করে দিয়ে তিনি ভগবানের ভক্তের দ্বারা যে ভক্তি বিস্তৃত হয় এটা জগতে জানিয়ে দেন।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের সাথে বাইরের দৃষ্টিতে যে সব অন্যায় করেছে সেইসব অন্যায়গুলোকে তিনি প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংদেবের কৃপায় সহ্য করেছিলেন এবং তাঁর বড় ভক্তভাব উদয় হয়েছিল তবে তিনি বলেছিলেন যারা ভগবানের ভক্তি করে কিছু চায় তারা বণিকবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু তোমার শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদ কখনো এটা ইচ্ছা করে না। তিনি সরলভাবে ভগবানের কৃপা বরণ করেছিলেন।

তিনি ভক্তিতে এতটাই intoxicated হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তার পিতৃক্রোড়ে উঠেছিলেন তখন তার বাবা তাকে নামিয়ে দিলেন তখন তিনি সব অপমান মাথা পেতে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

''নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক ॥
(ভাঃ ৭।১০।৪)

ভুক্তি মুক্তি এসব থেকে জীবের হৃদয় পরিমার্জিত হয় শুদ্ধ ভক্তের কৃপায়। এই নৃসিংহদেবের কৃপা হলে এই ধাম পরিক্রমা সার্থক বলে মনে করব। ভক্তিতে পর্যবসিত যে ভক্ত তার কখনো যদি খুঁত থাকে, সেটা তিনি পরিমার্জন করে দেন। ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তের অবিদ্যা দূর করেন, ভক্তের সেই কষ্ট লাঘব করবার জন্য তিনি নিজে ভার নিয়েছেন।

''প্রহ্লাদ-হৃদয়াল্লাদ ভক্ত্যাবিদ্যা বিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥''

সিংহের মতো তাঁর বদন ছিল আর শুভ্রতা তাঁর গায়ের রং ছিল। এইভাবে তিনি ধরা দিয়েছিলেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান থেকে আমরা যে সমস্ত শিক্ষা পাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুরূপভাবে তাঁর নৃসিংহ চৈতন্যরূপ দেখিয়েছেন। তিনি কি দেখালেন, যখন হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করেছিলেন, তিনি নির্বিচারে সবকিছু তাঁর উপরে নিয়েছিলেন। আমার ভক্ত আমার জন্য কষ্ট পাক সেটা তিনি সহ্য করতে পারেন না, তিনি অকাতরে সেটা সহন করে তাকে (হরিদাস ঠাকুরকে) আনন্দ দিয়েছিলেন। হ্লাদিনী বৃত্তি ও সম্বিতাখ্য বৃত্তির দ্বারা এই দৃষ্টিটা দৃকপ্রদ হয়। জগতের জীব সংসারে পরিভ্রমণ করছে কিন্তু পা চালিয়ে যদি একটু ধাম পরিক্রমণ করেন, বিশেষ কৃপা পান। এই পরিক্রমার দ্বারা ভগবান জগত জীবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, হয়ে গিয়ে তার মনোভীষ্ট দান করেন। জড় জগতের লোক যাহা লাগি কামনা করে, কৃষ্ণভক্ত ঠিক তেমন কামনা না করে অনন্য ভক্তি করার দরুন সে ভগবদ্ পাদপদ্ম লাভ করে। শ্রীনৃসিংহ পল্লীতে এত ভক্তসঙ্গে যে আমাদের পরিক্রমা হলো সেটা যারা ভাগ্যবান জীব তারা তার তাৎক্ষণিক ফল লাভ করবে। ❑

শরণাগতি শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ
(কথা প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর)
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তাং-২৮-০১-২০১৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাতিকূল্য বর্জনম্

শাস্ত্র 'শরণাগতি' সম্বন্ধে বললেন যে সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমাতে অর্থাৎ ভগবানে শরণ নাও। আরও বললেন যে শরণাগতি বিনা ভজন শুরু হয় না, নবধাভক্তির একটা অঙ্গ শরণাগতি। সর্বভাবে শরণ নেওয়া ভক্তের প্রধান কাজ এবং প্রথম কর্তব্য। ভক্তির প্রথম সোপান বা গোলোকের দিকে যাওয়ার যে গাড়ী তার টিকিট হলো শরণাগতি। সেই শরণাগতিতে 'আনুকূল্যস্য সংকল্প' বলে যেমন একটা কথা রয়েছে তেমনি 'প্রাতিকূল্য বর্জনম্' বলে আরেকটি কথা রয়েছে। প্রথমটা অন্বয়অনুশীলন আর দ্বিতীয়টা ব্যতিরেক-

অনুশীলন। ঠাকুরের কাছে সুন্দর করে কীর্ত্তন করলাম, সুন্দর সুন্দর ভোগ রন্ধন করলাম—এগুলো অন্বয় অনুশীলন আর মন্দিরের সামনে পা মেলে বসলাম না, ঠাকুরের সামনে জোরে কথা বললাম না—এসব ব্যতিরেক অনুশীলন। অন্বয় অনুশীলনের দ্বারা ভগবান direct খুশী হন কিন্তু ব্যতিরেক অনুশীলন directly ভগবানকে সন্তুষ্ট না করলেও এটা অন্বয় অনুশীলনকে পুষ্ট করছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রিয়, অপ্রীতিকর অসন্তোষজনক কাজ করব না সে বিষয়ে দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা শরণাগত সাধকের একটা গুণ। শরণাগতির মধ্যেই এই জ্ঞানটা রয়েছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর কীর্ত্তনে বললেন—

''তুয়া-ভক্তি প্রতিকূল ধর্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥''

শ্রীলভক্তিবিনোদ-ঠাকুর 'পরম যতনে' এবং 'ত্যজিব নিশ্চয়' এই দুটো কথা বললেন অর্থাৎ দৃঢ় মানসিকতার সঙ্গে এবং নিশ্চিতরূপে ত্যাগ করতে হবে সাধককে। আর যদি প্রতিকূলটা নিয়েই অন্বয় অনুশীলন করি তাহলে সবটাই জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে। কোনো রোগের জন্য ডাক্তার ঔষধ সেবন এবং নিষেধ নির্দেশ দিয়েছিলো—কিন্তু যদি আমি ঔষধও সেবন করলাম সঙ্গে যা নিষেধ করেছিল তাও খেলাম তাহলে রোগ তো সারল না, উল্টে জটিল হলো। ঠিক তেমনি গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিকর সুখকর, সন্তোষজনক কার্য যেমন করব তেমনি তাঁদের ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কার্য করব না নিশ্চিত করেছি, সংকল্প করেছি। আমার গুরুবর্গ যাতে খুশী নন সে রাস্তাতেও হাঁটব না, এমনও যদি হয় যে সে কাজটা আমি পছন্দ করি বা তাতে আমার প্রতিষ্ঠা হয় তবুও আমি সেদিকে যাব না, এটাই দৃঢ়ভাবে মেনেছি। শুধু সেই প্রতিকূল ক্রিয়াকে বর্জন নয়, প্রতিকূল ভাবটাকেও বর্জন করব। কোন প্রকার অশ্রদ্ধা, অসূয়া, অমনোযোগ ভাবও রাখব না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপর একটি কীর্ত্তনে বললেন—

'ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।'

যারা গৌড়ীয় গুরুবর্গের অনুগমন করেন সেই রকম সাধকের ভক্তির গতি অপ্রতিহতা—গোলোকের দিকে, গন্তব্যস্থলের মাঝে কোন Stoppage নেই। সেইরকম ভাবে চলতে গেলে শরণাগতির টিকিটটা সাধককে ভালো করে বুঝে নিতে হবে এবং তাতে অনুকূল গ্রহণে দৃঢ়তা আনার জন্য প্রতিকূলতা বর্জনে নিশ্চয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। আর এই পথে চলতে গিয়ে আমার মনের মধ্যে যে প্রতিকূল ভাব বা আমার যারা সঙ্গী তাদের মধ্যে যে প্রতিকূল ভাব সেই সঙ্গকে ত্যাগ করতে হবে। মনের প্রতিকূল ভাব, প্রতিকূল কার্য এবং প্রতিকূল সঙ্গ এই তিনের বিশেষ ভাবে বর্জন।

আমার মনের মধ্যে ইচ্ছার মধ্যে যা কিছু প্রতিকূলতা আছে বা থাকবে তাকে প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে উঠে ঠাকুরের আরতি দর্শন বা প্রণামের ন্যায় লাঠি পেটা করতে হবে যে তুমি আমার মনে থাকতে পারবে না চলে যাও, দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করতে হবে।

এইরকম যিনি সাধক হবেন তিনি শরণাগতির অর্ধেক জিনিসকে এনে দেবেন। সুন্দর সাধক, শরণাগত সাধক যিনি হবেন শরণাগতির অঙ্গগুলো তার মধ্যে জ্বলন্তভাবে ক্রিয়া করবে তবে তিনি সৎ সাধক। এরকম সাধকের সঙ্গ ফলে গোলকের গাড়ীতে সওয়ার হওয়া আমাদের ভাগ্য।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো

''তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্তা নাই এ ভবসংসারে ॥''

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি জোরের সঙ্গে জানালেন যে ভগবানের পাদপদ্ম আমাদেরকে রক্ষা করবেন, তাঁকে রক্ষক রূপে তাঁর পাদপদ্মকে বরণ করেছি, এছাড়া আর কোন রক্ষাকর্তা নেই। তাঁর চরণে যদি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হই তিনি আমাকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই। কেননা, আমি যাঁর শরণ নিয়েছি, যাঁর সুখবিধান কল্পে সেবা করবার সঙ্কল্প নিয়েছি, যাঁর প্রতিকূল ভাব ও ইচ্ছাকে বিশেষভাবে বর্জন করেছি, তিনি আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস। —'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো'। তিনি আমাকে সর্বদা রক্ষা করছেন। ঈশ্বর হরি, কৃষ্ণ—তিনি জীবের একমাত্র শরণ্যস্থল। ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় অশোক, অভয় ও অমৃতের আধারস্বরূপ ও তাঁর চরণকমল পরিপূর্ণতত্ত্ব।

''অশোক অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।

তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥''

ভয় বা বিপদ আমাদের আসবে না তা নয় কিন্তু বিপদ টলাতে পারবে না। শরণাগত ভক্ত বিপদে বিচলিত হবে না, অভিভূত হবে না, কারণ তিনি জানেন ভগবান তাকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস তার আছে। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে ভুরি ভুরি। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় যখন কোন শক্তি কাজ করেনি, তখন তিনি দু'হাত তুলে ঈশ্বরে শরণাপন্ন হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা গজপতি হয়ে জন্ম নিয়ে একটি সরোবরে কুমীর (নক্র) দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। গজপতি পূর্বজন্মে ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন সেই স্মৃতি জাগৃত হতেই সে হরিকে কাতর হয়ে ডাকলেন। আর কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করলেন, চক্র-দ্বারা নক্রকে কাটলেন, গজরাজ মুক্তি পেল। একজন পশু হয়েও সে কৃষ্ণকে ডাকল আর কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করলেন। কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা রয়েছে তার শরণাগত জনকে তিনি রক্ষা করেন।

'তোমার প্রতিজ্ঞা এই শরণ লইবে যেই
তার তুমি রক্ষাকর্তা নাথ।'

ইন্দ্র যখন প্রবল বৃষ্টিপাত দ্বারা ব্রজকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তখন কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করে সকল ব্রজবাসীকে রক্ষা করেছিলেন।

এইরকম কৃষ্ণের রক্ষা গণ্ডির মধ্যে যদি সাধক নিজেকে রাখতে পারে তাহলে শুদ্ধভজন করা সম্ভব। 'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ও পালন'—এর নাম শরণাগতি এবং এই শরণাগতিই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের শেখাচ্ছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরু হলেন শ্রী রূপ-সনাতন। এঁনাদের পদতলে পড়ে ক্রন্দন করে করে শরণাগতির শিক্ষা চাইছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

আমরা যারা শরণাগত হতে চাই তারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ আদি গুরুবর্গের চরণে ক্রন্দন করে করে বলতে হবে হে প্রভো! আমি তোমার চরণে এসে পড়েছি, তুমি আমায় মারো কি রাখো সব অধিকার তোমার, আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভক্তির প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবে, আমাকে শুদ্ধপথে চালনা করবে, আমাকে প্রেরণা দেবে। আমি তোমাকে রক্ষক হিসেবে বরণ করেছি। এই ভাবই ভক্তকে ভক্তিতে Sustain (টিকিয়ে) রাখবে।

গোপ্তৃত্বে বরণং তথা

''আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥''

বৈষ্ণবতন্ত্রের এই শ্লোকে যে ছয় প্রকার শরণাগতির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণং তথা' শরণাগতির অঙ্গী আর বাকী পাঁচটি হলো অঙ্গ। অঙ্গী হলো পূর্ণ আর অঙ্গ অঙ্গীর ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু অঙ্গী আর অঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অঙ্গ ছাড়া অঙ্গী হয় না আর অঙ্গীর আশ্রয় ছাড়া অঙ্গ বাঁচে না।

'গোপ্তা' মানে পালয়িতা, রক্ষক। যেদিন থেকে আমরা শরণাগত হলাম সেদিন থেকে আমার নিজের রক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে আমি হরি-গুরু বৈষ্ণব দ্বারা রক্ষিত হবো, তাঁদেরকে আমি পালক বলে বরণ করেছি একমাত্র শরণ্য বলে শরণাগত হয়েছি।

আমি যাঁর শরণ নিলাম যিনি সর্বশক্তিমান তিনি 'কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুম্ সমর্থ', তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ রসিকশেখর, করুণাময়, সর্বঅংশী, অবতারী। তাই তাঁকে আমি গোপ্তৃত্বে বরণ করলাম। এটা না হলে শরণাগতির বাকী পাঁচটি অঙ্গের ক্রিয়া সুষ্ঠু হয় না এটা খুব scientific.

আমি ভগবানকে পালকরূপে বরণ করলাম মানে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছি। তিনিই যদি আমার পালক হবেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর অনুকূলে, সুখবিধানমূলক কার্য করব, তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কার্য করব না নিশ্চয় করেছি। আমি অতি দীনভাবে আত্মসমর্পণ পূর্বক তাঁর সেবা করব আর তিনি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করবেন—এ বিশ্বাস আছে। শরণাগতকে কৃষ্ণ রক্ষা করেন পালন করেন। তাই গোপ্তৃত্বে বরণ শরণাগতির অঙ্গী বাকী পাঁচটি অঙ্গ এতে অনুসৃত রয়েছে।

সংসারের সর্বত্র অশান্তি, এ সংসারে এমন কেউ নেই যে আমাকে নিত্য শান্তি দিতে পারে। কাম, ক্রোধ আদি ষড়্‌রিপুর বশ হয়ে তাদের আদেশ পালন করতে করতে মৃত্যুপথযাত্রী হলাম তবুও শান্তি পেলাম না। এই সংসার ধোকাবাজ—এ বোধ যদি না আসে তাহলে ভগবানের চরণে

আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক হয় না। শ্রীল আচার্য্যদেব বললেন—

শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙেছে স্বপন।
বুঝেছি এখন তুমি যে আপন।
তব নিজজন পরম বান্ধব
সংসার কারাগারে ॥

এ সংসারে আনন্দ নেই, আনন্দের নামে দুঃখের প্রলোভন। যাঁরা গৌরের শরণাগত তারাই প্রকৃত বান্ধব। তাই—

আর না ভজিব ভক্ত পদ বিনু,
রাতুল চরণে শরণ লইনু।

ঐ রাতুল চরণ রাধাগোবিন্দ গৌরহরি তিনি মালিক তাঁর রাজ্যের কাণ্ডারী বা প্রধান সেবক শ্রীল গুরুদেব ও তাঁর পার্ষদ বৈষ্ণব এই তিনজনের চরণে শরণাগত হয়ে আমাকে এগোতে হবে। বৈষ্ণবের চরণে শরণাগত হয়ে গুরুর কাছে, গুরুর চরণে শরণাগত হয়ে মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের কাছে যেতে হবে।

গোপ্তৃত্বে বরণ একটা এতবড় কথা, আমার আশ্রয়স্থল ঠিক না থাকলে বাকী সবেতেই গণ্ডগোল হয়ে যাবে। আমাদের বুঝে নিতে হবে যে আমাদের গুরুবর্গ আমাদেরকে কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ, তাঁরা আমাকে গৌরের চরণে পৌঁছে দেবেন এ বিশ্বাস এর নাম গোপ্তৃত্বে বরণ। গোপ্তা মানে পালয়িতা আর আমরা সাধকগণ তাঁদের বিক্রীত পশুবৎ। আমি মালিককে শক্ত করে ধরে রাখলে তিনি টানতে টানতে আমাকে গোলোকের পথে নিয়ে যাবেন, ভক্তির প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবেন, অনুকূল কার্যে চালিত করবেন কোন চিন্তা নাই। গোপ্তৃত্বে বরণ হলো শরণাগতির খুঁটি। এইভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ অনুযায়ী শরণাগতি তুলে ধরেছেন কীর্ত্তনের ভাষার দ্বারা।

''আমারে তারিতে কাহারো শকতি অবনী ভিতরে নাহি।'' এতেই প্রত্যেকটি অঙ্গ কেন্দ্রীভূত রয়েছে, তাই এটি অঙ্গী খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের ধরতে হবে।

আত্মনিক্ষেপ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—

'অহং'-'মম' শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময় ॥
আমার আমি ত নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥'

হে ভগবান আমি আমার সবকিছু তোমার পদে অর্পণ করলাম মানে আত্মনিক্ষেপ করলাম। আত্মনিক্ষেপ অর্থে আত্মা মানে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে আমি জীবাত্মা। আমি এই দুটো শরীরকেই তোমার চরণে নিক্ষেপ করলাম। আমরা অনেক সময়ই স্থূল শরীরটা ভগবদ্ চরণে দিই কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা দিতে পারি না। আমরা স্থূল শরীর দিয়ে হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করব, সেবায় কোন কার্পণ্য করব না। আর সূক্ষ্ম শরীরে যে জড় অহংকার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মভূমিকায় অর্থাৎ ভগবদ্ দাসত্বে নিজেকে স্থিত করাতে হবে। আমি কৃষ্ণের অংশ, আমি তাঁর দাস, কৃষ্ণ আমার পালক, রক্ষক, আমি তাঁর ভোগ্য, তাঁর ইন্দ্রিয়পর সুখসেবাতেই আমার চেষ্টা এই অভিমানে থাকব। আমার জড় অহংকারকে বলি দিয়ে কৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিক্ষেপ করলাম অর্থাৎ 'কৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগ'। স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা এই তিনকে কৃষ্ণার্থে মানে কৃষ্ণের সেবায় বিশেষভাবে নিয়োজিত করলাম একে বলে আত্মনিবেদন। আমার তরফ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করলাম। আমার বলতে আর কিছু থাকল না। এখন—

'মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।' প্রভু! তুমি আমাকে মারবে কি রাখবে কি পালন করবে সব তোমার ইচ্ছা তোমার দায়। আমার স্থূল এবং লিঙ্গ দেহে পূর্বে যা যা সুকৃত বা দুষ্কৃত ছিল সে সব নিয়েই প্রভু তোমার চরণে এসেছি। আমার সুকৃত তুমি গ্রহণ করবে আর দুষ্কৃতটা শোধন করে নেবে। আমি যদি আমার পুরোটা কৃষ্ণের চরণে অর্পণ না করি কিছুটা করি তাহলে চৌদিকে আনন্দ দেখতে পাব না।

আমরা অনর্থগ্রস্ত জীব সেজন্য সাধক অবস্থায় অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় আমরা ভগবানের চরণে নিজেকে অর্পণ করতে পারি না। সেজন্য গুরু বৈষ্ণবের কাছে অর্পণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁরাই কৃপা করে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মন, দেহ, গেহ সব নিয়ে গুরু-বৈষ্ণবের চরণে, ধামে এসে পড়েছি। তাঁদের অনুগত হয়ে যদি চলব তাহলে চলতে চলতে একদিন কৃষ্ণসেবা লাভ করতে পারব।

কার্পণ্য

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে জীব পূর্ব সুকৃতিলব্ধ পূণ্যের মাধ্যমে সাধুর সংস্পর্শে আসে এবং ক্রমে সাধুসঙ্গে তার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানে স্থিরতা আসলে সাধক শরণাগতি লাভ করে। সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব রয়েছে। শরণাগত সাধক গুরুদেব হরিদেবে শরণাগত হয়ে সংকল্প করে যে হরি গুরু-বৈষ্ণবের সুখবিধান কার্যই করবে তাঁদের সুখের বিপরীতে কোন কার্য করবে না এবং তার এ বিশ্বাস হবে যে অবশ্যই কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করবে আর কৃষ্ণই একমাত্র পালক। কৃষ্ণকে একমাত্র পালক হিসেবে বরণ করে সাধক কৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিক্ষেপ করবে। কৃষ্ণের চরণে জড় অহংকার অভিমানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধকের অহমিকার অভাবে যে ভাব হবে মনের শাস্ত্রে তাকেই কার্পণ্য বা দৈন্য বলে উল্লেখ করেছে।

উপাধি—যেখানে নিজের কোন গর্ব, অহংকার যোগ্যতা চাহিদা নেই সেখানে সাধক অতি দীন, অতি নগন্য। সে কৃষ্ণ দাস এই অভিমানে স্থিত হয়েছে। দৈন্যশীল সাধকের জীবনে কি ভাব শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আটটি কীর্ত্তনের দ্বারা পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন আর একটি সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পূণ্যের লেশ
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥

সাধকের দৈন্য কি রকম হওয়া উচিত, তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্যকে উদ্বেগ দেওয়ার প্রশ্ন আসবে না, অন্তর থেকে একটা ধিক্কার আসবে। আর্তি, ধিক্কার, খেদ, ক্রন্দন এগুলো দৈন্যের ভূষণ। এর দ্বারা দৈন্যের অভিব্যক্তি হয়।

এই রকম সচিত্র দৈন্য ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। এজন্য শরণাগতি বুঝতে গেলে প্রত্যেকদিন সাধককে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে প্রণাম করে শরণাগতি লাভের যোগ্যতা প্রার্থনা করতে হবে। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর আদি মহাজনগণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং দৈন্যের মূর্ত্তি। গৌড়ীয় গুরুবর্গের চরণে প্রার্থনা না হলে এগুলো আসবে না।

সাধকের জীবনে শরণাগতির ভূমিকা লাভ হচ্ছে প্রেমের পথের, গোলকের পথের, কৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভের প্রথম সোপান।

গুরু-বৈষ্ণবের কাছে শরণাগত হয়ে দীনতা নিয়ে থাকব। তাঁদের আজ্ঞাবহ দাস হবো, তাঁদের সুখের জন্য নিজের সুখকে জলাঞ্জলি দিব। কারণ আমরা তাঁদের কাছে বিক্রীত পশুবৎ হয়েছি। তাঁরা যেভাবে আমাকে পালবেন তাতেই আমার সন্তুষ্টি। শরণাগতি হলো সাধকের শোভা, যার মধ্যে থাকবে তাকে দেখলেই গুরু বৈষ্ণব আনন্দ পাবেন। আমরা যেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শকে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে লাভ করতে পারি এই তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই। ❑

শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

যিনি নিজের মঙ্গলের বিষয় সম্বন্ধে জানেন এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও মূর্খকে কর্মের উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্যের অভিলাষ করলেও সাধু বৈদ্য তা কখনও দেন না। যে সকল ব্যক্তির ভগবৎ ভক্ত বা সাধুসঙ্গ হয় নি তারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ডে বদ্ধ হয়ে চুরাশি লক্ষ যোনি চক্রাকারে ভ্রমণ করতে থাকে।

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১১৮)

শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় ভগবান জগতে দুই প্রকার লোকের কথা বলেছেন। যথা—দৈব ও আসুর। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং যারা তৎবিপরীত তারা আসুর। দৈব বা ঐকান্তিক বিষ্ণু ভক্তদের লক্ষণ এই যে, তারা একমাত্র বিষ্ণুর চরণে নিত্যকাল শরণাগত। তারা জানেন একমাত্র বিষ্ণু সেবার দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, আপ্ত ও নৃ আদি সকলেই ঋণ হতে মুক্ত হওয়া যায়। তাঁরা কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট। তাঁরা দেহ ও মন ধর্মে আসক্ত নন, তাঁরা নামপরায়ণ, নামাপরাধী নন। তাঁরা যে কুলে, যে দেশে আবির্ভূত হন সেই বংশ, সেই দেশ, সেই কুল

ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাদের পিতৃপুরুষগণ কৃতকৃতার্থ হন। যাঁরা একমাত্র নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মননিবেশ করেছেন যম স্বপ্নেও তাদের দৃষ্টিগোচর হন না। সুতরাং সেরূপ ভগবৎ ভক্তগণ ''পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন''—এরূপ নীচ হেয় কল্পনা কখনও মনের মধ্যে স্থান দেন না। আসুর প্রকৃতির লোকেরা মায়ামোহিত হয়ে একমাত্র বেদের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে নশ্বর ভোগ ও ঐশ্বর্য সুখলাভের উপায় স্বরূপ আপাত মনোরম বাক্যে অনুরক্ত হয়।

ঐ সকল লোকেরা কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা না জেনে কেবল সংসার ভ্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু যাঁরা একমাত্র ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁদের কখনো চ্যুতি নেই তাঁরা পরাশান্তি লাভ করেন। তারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্বক পত্র, ফুল, ফল, জল যা কিছু অর্পণ করেন ভগবান সেটাই প্রীতিপূর্বক স্বীকার করেন, তাতেই সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যা কিছু করেন, যা কিছু আহার করেন, তপস্যা করেন, দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্বক করেন। কর্মকাণ্ডাদি শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ছাড়া আর কোন হরিসেবা অনুকূল কাজ নাই। ঐ সকল কাজ কেবল আসুর অধিকার বিশিষ্ট লোকের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। তার দ্বারা জীবের কখনও নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। অথচ জীবকে কর্মমার্গে ভীষণ আবর্ত্তে পড়তে হয়।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্ত নিপুণ। তারা চার্বাক আদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা চালিত হয়ে বেদ নিন্দুক নন। চার্বাক বলেন—শ্রাদ্ধ করলেই যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয় তাহলে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করলে তাকে পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই বাড়িতে তার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই ত তার তৃপ্তি হতে পারে। আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় তাহলে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করলে প্রসাদোপরি ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিছুটা উপরে অবস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না তখন তার দ্বারা আরও উচ্চ স্বর্গে স্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কি করে সম্ভব? অতএব মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি হয় তা ব্রাহ্মণদের উপজীবিকা মাত্র। ভস্মীভূত দেহে আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হতে আত্মার পরলোকগমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকতো তবে পুত্রাদি বন্ধু বান্ধবগণের স্নেহে আবার এই শরীর ফিরে আসে না কেন? সুতরাং কর্ম উপযোগী বেদ ভণ্ড রাক্ষসগণের দ্বারা রচিত।

বৈষ্ণবগণ ঐরূপ বেদবিরোধী মতের সমর্থক নন। তাঁরা অধোক্ষজ ভগবানের সেবক। বেদ স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপ।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২২)

কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণচেতনা উন্মোচন করাবার জন্যই বেদ শাস্ত্র জগতে প্রকাশ করেছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ, ভক্তিই সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। যদি বেদ পুরাণ স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী আচরণ দ্বারাই আমাদের পরম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেম উদয় না হলো তবে পণ্ডশ্রম করে কি লাভ?

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থের বর্ণন অনুযায়ী আমরা পাই শ্রীনারায়ণ পূজিত হলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ ঋষিও প্রাণীগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুযামল সংহিতা বলেন—পুরুষের পূজা দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, লোকপালবৃন্দ, সূর্য, চন্দ্র মঙ্গলাদি নবগ্রহ স্বগণ সহিত পূজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাশ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ—৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করলে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প, ফল সকলই সঞ্জীবিত হয়, যেমন পাকস্থলীতে আহার দিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে সেরূপ একমাত্র অচ্যুত ভগবানের আরাধনা করলে দেবতাগণ পিত্রাদি সকলেই পরিতুষ্ট হন।

স্কন্ধপুরাণে রেবাখণ্ডে বলা হয়েছে—

সংকল্পং চ তদা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্যাৎ কুশধারণম্॥

মানব বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হলে কর্ম-জড়বাদীগণের ন্যায় সংকল্প, দান, পিতৃদেব আদির অর্চন করবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী বলেন—''অর্চনাদি দ্বারা সাধ্য তর্পণাদি কার্য ও গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হয়েছে। যদি বল মনু আদি ধর্ম শাস্ত্রকারগণের বাক্য হতে জানা যায় যে, মানুষ মাত্রেই সংসারের মধ্যে ছয়টি ঋণের অধীন হন। তদুত্তরে বলা যায় যে—সেই ঋণ সকলের পক্ষে হলেও যারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়

করে শ্রীভগবানের ভজন করছেন—এরূপ শরণাগত গৃহস্থাদি ভক্তগণ এই ছয় প্রকার ঋণগ্রস্ত হয় না। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

''দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥''
(ভাঃ—১১।৫।৪১)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মানুষ মাত্রই যদি কেউ সদগুরুর নিকট হতে ভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হয়ে অনন্য শরণাগত হন অর্থাৎ শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন যিনি তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাদের কিঙ্কর হন না। (ক্রমশঃ)

মহারাজ চিত্রকেতু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)**

শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরা ঋষির উপদেশবাক্যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু অশ্রুসিক্ত ম্লানমুখকে পরিমার্জ্জিত করে বললেন—'হে মহাপুরুষগণ। আপনারা মহৎ হতেও মহৎ, আপনারা আত্মগোপন করে এখানে এসেছেন। আপনারা দুজন কে? আমাদের মত বিষয়াসক্ত মুর্খগণের অজ্ঞান দূর করবার জন্যই আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করে থাকেন। আমি অনেক ঋষিকে জানি। আপনারা কি সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, পতঞ্জলি, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল, শ্রুতদেব, ঋতধ্বজ—এদের মধ্যে কে হবেন? আমি গ্রাম্য পশুর মত মূঢ়বুদ্ধি হয়ে সংসারে আবদ্ধ আছি। আপনারা আমাকে জ্ঞান দান করে আমার কল্যাণ বিধান করুন।' অঙ্গিরা ঋষি তার উত্তরে বললেন—'হে রাজন্! আপনার অভিলাষ অনুসারে আপনাকে যে পুত্র দিয়েছিল, আমি সেই অঙ্গিরা। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ইনি ব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদ ঋষি। আপনি ভগবদ্ভক্ত, শোকমোহাদির দ্বারা আপনি অভিভূত হন না। আপনি সুবিজ্ঞ হয়েও শোকে মোহাচ্ছান্ন হয়েছেন, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ধার্মিক রাজার এই ব্যবহার হওয়া উচিত নয়-এই বিবেচনায় আমরা আপনার নিকট এসেছি আপনাকে কৃপা করবার জন্য। আমি প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য আপনার নিকট এসেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার নিকট পুত্র চাইলেন। এখন আপনি নিশ্চয়ই পুত্রবানদিগের দুঃখ অনুভব করতে পেরেছেন। স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য্য এবং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সবই অনিত্য। রাজৈশ্বর্য্য, সৈন্য, অমাত্য, ভৃত্য তারা সকলেই শোক ও পীড়া প্রদান করে এবং ভয় ও মোহ উৎপাদন করে। স্বপ্নের ন্যায় তারা ক্ষণস্থায়ী ও অসত্য। স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয় বৈভব সবই মনঃ কল্পিত, সুতরাং অনিত্য। বিষয়-চিন্তা করতে করতেই নানাবিধ কর্মের উৎপত্তি হয়। দেহাভিমান হতেই জীবের ত্রিবিধ দুঃখলাভ হয়ে থাকে। অতএব আপনি ধীরচিত্তে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করুন। আপনি কে? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কোথায় যাবেন? আপনি শোক মোহাদিদ্বারা অভিভূত হবার যোগ্য নহেন। এইসব বিচার করুন এবং দেহেতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন।'

নারদ ঋষিও রাজা চিত্রকেতুকে বললেন,—''আপনি সংযত হউন, মন্ত্র গ্রহণ করুন, সপ্তরাত্রি মন্ত্রানুশীলনের দ্বারা আপনি প্রভু সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করতে পারবেন। মহাদেবও সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে প্রপন্ন হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দাহ্য কাষ্ঠাদি পদার্থের বৃদ্ধি--ক্ষয়রূপ বিকার যেরকম অগ্নির বলে প্রতিভাত হয়, ঠিক তদ্রূপ 'আমি দেবতা', 'আমি মানুষ' ইত্যাদি নানাভাব, জন্ম, নাশ, ক্ষয়, বৃদ্ধি—দেহধর্ম সকলও আত্মার ধর্ম বলে প্রতিভাত হয়। জাগ্রতাবস্থায় সর্প, ব্যাঘ্রাদির ভয়ের সংস্কার স্বপ্নেও দেখা যায়। দেহধর্মসকল আত্মার বলে মনে হয়। সুষুপ্তিতে অভিমানের অভাবহেতু জীবের হৃদয়ে যেমন ঘোর সংসার অনুভূত হয় না, সেইরকম অহঙ্কারশূন্য মুক্ত ব্যক্তিও জীবদ্দশাতেই সংসার থেকে মুক্ত হন।''

রাজা চিত্রকেতুর বহু উপদেশলাভের পরেও পুত্রের প্রতি কিছু মোহ আছে অনুমান করে কৃপাময় নারদ তা দূরীকরণের জন্য পুত্রকে জীবিত করলেন। রাজা ও রাজার

স্বজন বান্ধবগণের শোক অপনোদনের জন্য নারদ কথোপকথনছলে মৃত পুত্রের দ্বারা উপদেশ প্রদান করালেন। নারদ রাজপুত্রকে সম্বোধন করে বললেন—''হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার শোকে তোমার পিতা-মাতা, স্বজন, বান্ধবগণের কিরূপ কষ্ট হয়েছে, তুমি দেখ। তোমার আয়ু এখনও শেষ হয় নাই, তুমি শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে তোমার স্বজন বান্ধবগণের সহিত পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও।'' রাজপুত্র তদুত্তরে বললেন—'কর্মানুসারে আমার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়েছে। আপনি যে পিতামাতার কথা বললেন, তাঁহারা আমার কোন্ জন্মের পিতামাতা? এই অনাদি সংসার-প্রবাহে বিবাহাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। কখনও জ্ঞাতি, কখনও মিত্র, কখনও শত্রু, কখনও 'শত্রুও নয় মিত্রও নয়'—এইরূপভাবে অবস্থিতি হয়। দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারাও শত্রু-মিত্রভাব ও উপেক্ষাভাব দেখা যায়। যেরকম ধন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেইরকম জীবও ভিন্ন ভিন্ন জনক জননীতে পরিভ্রমণ করে। এক জীবের সহিত অন্য জীবের নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় না। সম্বন্ধ থাকাকাল পর্যন্তই এক জীবের প্রতি অপর জীবের মমতা, সম্বন্ধ চলিয়া গেলে মমতা থাকে না। জীব স্বরূপতঃ নিত্য। দেহাদিরই জনম হয়ে থাকে। জীবাত্মার জন্ম হয় না। জীবিতকালেই পিতার স্বত্বেতেই পুত্রের অধিকার থাকে, মৃত্যুর পর পিতা-পুত্র সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। এইজন্য যা অপরিহার্য্য তার জন্য শোক করা উচিৎ নয়। আত্মা নিত্যবস্তু জন্ম-মৃত্যুরহিত, আত্মার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ ও সমর্থবান্। পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হয়ে বহির্মুখ জীবগণের বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মায়িক অভিমান এসে উপস্থিত হয়। পরমাত্মার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তিনি আসক্তিরহিত দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জীবাত্মার স্বরূপেতেও সুখ-দুঃখের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে জীবসমূহ অসৎবস্তুতে আসক্ত হয়ে কষ্ট পায়।''

মৃতপুত্রমুখে অপূর্ব উপদেশ শ্রবণ করে মহারাজ চিত্রকেতু ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ পরম বিস্মিত হলেন, তাঁদের শোক দূরীভূত হল। তারপর মৃতদেহের দাহনকার্য এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য সুসম্পন্ন হয়। মহারাজের এবং জ্ঞাতিবর্গের শোকমোহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হল। কৃতদ্যুতির বালঘ্নী সপত্নীগণ দুষ্কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিতা ও অনুতপ্ত হলেন, অঙ্গিরা ঋষির বাক্যে পুত্রাদি দুঃখের কারণ বুঝে পুত্রকামনা পরিত্যাগ করলেন। তাঁরা যমুনার কুলে গিয়ে বালহত্যাজনিত পাপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করলেন। নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির বাক্যে জ্ঞানলাভ করে মহারাজ চিত্রকেতু গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার লাভ করলেন। অতঃপর মহারাজ যমুনায় স্নান-তর্পণাদি কার্য সমাপন করে নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির কাছে উপস্থিত হলেন নারদ প্রসন্ন হয়ে শরণাগত, জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত চিত্রকেতুকে মন্ত্র প্রদান করলেন—

'ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।।
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে।
আত্মরামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥'

ভাঃ ৬।১৬।১৮-১৯

নারদ মন্ত্রপ্রদানমুখে যে মহাবিদ্যা উপদেশ করেছিলেন তার তাৎপর্য এই—যিনি স্ব-স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতি দ্বারা মায়াজনিত রাগদ্বেষাদি থেকে উদ্ধার করেন, যিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, মন ও বাক্য যাঁকে প্রাপ্ত না হয়ে ফিরিয়া আসে, যাঁর মায়িক নাম, রূপ নাই, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কার্য-কারণাত্মক বিশ্ব থেকে উৎপন্ন ও যাঁতে অবস্থিত, যা দ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়, যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যাঁকে জানতে সমর্থ হয় না, লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি দ্বারা দহনসামর্থ লাভ করে সেইরকম দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি যাঁর সংস্পর্শে নিজ নিজ কার্য করতে সমর্থ হয়, যাঁর পাদপদ্ম শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃক সেবিত—সেই মহাবিভূতির অধিপতি মহাপুরুষ ভগবানকে আমি নমস্কার করি। নারদ ও অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। রাজা চিত্রকেতু শুধুমাত্র জলপান করে নারদকথিত মন্ত্রবিদ্যা যথোচিত ভাবে সপ্তাহকাল জপ করলেন। ভগবানের নিজজন নারদের বাক্যের কি প্রকার প্রভাব! রাজা চিত্রকেতু মন্ত্রজপফলে প্রথমে বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ গৌণফল, পরে অনন্তদেবের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মুখ্যফল লাভ করলেন। গৌরকান্তি নীলাম্বর-পরিহিত অরুণলোচন প্রসন্নবদন সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত প্রভু সঙ্কর্ষণ তাঁর দর্শন-গোচরিভূত হল। সঙ্কর্ষণের দর্শনমাত্র চিত্রকেতুর অশেষ

পাপ বিনষ্ট হল। তিনি নির্মলচিত্তে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে প্রভু সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করলেন। তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তিনি বহুক্ষণ ভগবানের স্তব করতে পারেন নি। তিনি বুদ্ধিদ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করে পুনরায় বাকশক্তি লাভ করতে নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জগদগুরু ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। রাজা চিত্রকেতুর স্তব—'অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় প্রভু সঙ্কর্ষণের লোমকূপে বিরাজিত। প্রভু সঙ্কর্ষণ যেরূপ আদ্যন্তরহিত পরম নিত্য, তাঁর সেবকগণও তদ্রূপ নিত্য। ভগবান ব্যতীত অন্য দেবতাগণ ও তদুপাসকগণ অনিত্য। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তি পরমহংস মুনিগণেরও মৃগ্য। প্রভু সঙ্কর্ষণ সর্বজীবের অন্তর্য্যামী। তিনি কুযোগিগণের দূরতিগম্য।' চিত্রকেতুর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান সঙ্কর্ষণ নিজ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করলেন।

মহারাজ চিত্রকেতু বিষ্ণুপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ করে বিদ্যাধর ও চারণগণের সঙ্গে সুমেরুর গহ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করতে লাগলেন। একদিন এইরূপ ভ্রমণ করতে করতে তিনি মুনিগণের সভায় সিদ্ধচারণগণ-পরিবেষ্টিত মহাদেবকে তাঁর ক্রোড়ে অবস্থিত পার্বতীর সহিত দেখতে পেলেন। মহাদেবের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সখ্য-প্রীতি, পরস্পরের সহিত রহস্যালাপও হয়। তিনি মহাদেবের প্রভাব ভালভাবেই জানতেন। মহাদেবের চরণে অপরাধ হলে অনভিজ্ঞ মুর্খ জীবগণের অকল্যাণ হবে চিন্তা করে রাজা চিত্রকেতু উচ্চৈঃস্বরে পার্ব্বতীর শ্রুতিগোচর করে মহাদেবের প্রতি পরিহাসবাক্যছলে কটাক্ষ করেছিলেন। পার্ব্বতীদেবী উক্ত পরিহাসবাক্য শুনে অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা চিত্রকেতুকে 'অসুরযোনি প্রাপ্ত হও' বলে অভিশাপ প্রদান করলেন। রাজা চিত্রকেতু অভিশাপবাক্য শুনে বিমান থেকে নেমে পার্বতীর নিকট গিয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন—"হে দেবি! আপনি আমাকে ভুল বুঝে অভিশাপ প্রদান করেছেন। আমি মহাদেবের প্রতি এবং আপনার প্রতি কোন অপরাধ করি নাই। দৈববশতঃ পূর্বকর্মানুসারে আমি অভিশপ্ত হয়েছি। এতে আপনার কোন দোষ নাই, আমারও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব সংসার ভ্রমণকালে প্রাক্তন কর্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করে। আমি নিজে স্বয়ং বা শত্রু মিত্র কেউ আমার সুখ-দুঃখের কারণ নয়। অজ্ঞব্যক্তি নিজেকে বা অন্যকে সুখ-দুঃখের কর্ত্তা বলে মনে করে। সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহজাত, সুতরাং এই মায়াময় সংসারে শাপ বা কি? অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি? সুখ-দুঃখই বা কি? এতে কারও কোন বাস্তব সত্তা নেই। ভগবানই মায়ার দ্বারা প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন। অবিদ্যাদ্বারা তাদের বন্ধন ও বিদ্যাদ্বারা মুক্তি। সত্বগুণে সুখ, রজঃগুণে দুঃখ লাভ হয়ে থাকে। ভগবান সর্বভূতে সম। তাঁর প্রিয় অপ্রিয় কেউ নেই। এই নিঃসঙ্গ পুরুষের রোষ কোথা থেকে আসবে? মায়াশক্তিজনিত পূণ্য পাপের দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, বন্ধ-মোক্ষ ও জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। এইহেতু শাপমুক্তির জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করব না। আমার বাক্য সঙ্গত হলেও আপনি তা অসঙ্গত মনে করেছেন, তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

রাজা চিত্রকেতুর কথায় মহাদেব ও পার্ব্বতী প্রসন্ন হলেন। চিত্রকেতু বিমানে উঠে প্রস্থান করলেন। অভিশাপ শুনেও রাজা চিত্রকেতুর নির্বিকার অবস্থা দেখে মহাদেব ও ভগবতী আশ্চর্যান্বিত হলেন। ভগবান রুদ্র দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধ পার্ষদগণের সমক্ষে ভগবদ্ভক্তের অসমোর্দ্ধ মহিমা বর্ণনমুখে রুদ্রাণীকে বললেন—'নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ কখনও ভীত হন না। তাঁরা স্বর্গ, নরক, মুক্তি সমান দেখেন। ভগবানের মায়া থেকেই জীবের দেহসম্বন্ধ লাভ। এই দেহসম্বন্ধ থেকে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, শাপ অনুগ্রহ এই প্রকার দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ যেপ্রকার রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি, স্বপ্নে সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান যে প্রকার অবিবেক বশতঃ এই হয়, সেইরকম সাংসারিক সুখ-দুঃখও অবিবেক বশতঃই হয়ে থাকে। যারা বাসুদেবেতে জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবিশিষ্ট, তাঁদের সংসারে কোন বস্তুই আশ্রয়ণীয় নাই। আমি, ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নারদাদি ঋষিগণ, দেবেন্দ্র প্রভৃতি আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, আমরাও ভগবানের স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হব না। ভগবানের প্রিয়-অপ্রিয় কেউ নেই। রাজা চিত্রকেতু উদারচেতা, ভগবানের প্রিয় সেবক এবং সর্বভূতে সমদর্শী। তাঁর নির্বিকার অবস্থা দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমরা উভয়েই সঙ্কর্ষণের সেবক, পরস্পর সখ্যভাবেই অবস্থান করি। সখার সহিত সখার কঠোর উক্তি আদি হয়ে থাকে। তাতে সখ্যজনিত আনন্দেরই পুষ্টি হয়। তুমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে

তাঁকে অভিশাপ প্রদান করলে।'' রাজা চিত্রকেতু পার্ব্বতীকে প্রতি-অভিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি ভক্ত বলে অসহিষ্ণু হলেন না, অবনত মস্তকে পার্ব্বতীর অভিশাপ শিরোধার্য করলেন।

এই মহারাজ চিত্রকেতুই ভবানীর অভিশাপে ত্বষ্ট মুনির দক্ষিণাগ্নি যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন বৃত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা চিত্রকেতুর বৃত্রাসুর জন্মেও ভক্তি নষ্ট হয় নাই, তা তাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি উক্তিসমূহ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ২২ শ্লোক থেকে ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত শূরসেন অধিপতি মহারাজ চিত্রকেতু ছাড়াও আরও কয়েকটি চিত্রকেতুর নাম বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, যথা—(১) শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর দশজন পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম চিত্রকেতু। ২) ভগবান লক্ষ্মণের দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম চিত্রকেতু। (৩) বসুদেব-ভ্রাতা দেবভাগের দুই পুত্রের অন্যতম চিত্রকেতু।—ভাঃ ৯।২৪।৪০।
৪) সপ্তর্ষির অন্যতম—ভাঃ ৪।১।৩৯, ৪০। বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জার গর্ভে চিত্রকেতু প্রমুখ সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁরাই বিমলচরিত্র সপ্তর্ষি-নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ❑

শ্রীস্নানযাত্রা

(গৌড়ীয় হইতে উদ্বৃত)

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জগদীশের স্নানযাত্রা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহণ্ডি' বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যে স্থানে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত ''জয়জগদীশ'' বলিয়া উদ্‌গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যেস্থান নব নব তৃণরাজির হরিদ্‌বর্ণে সুরঞ্জিত, যেস্থান দক্ষিণানিলসংস্পর্শে সুশীতল, যে স্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ ভগবানকে স্নাত ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া ভগবানের শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরকতমণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধ দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্বক শ্রীজগদীশকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্দের দ্বারা ভগবানের পহন্তিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরু-গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ-মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগদীশের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন সেবোন্মুখের না মানস-মহোৎসব সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্ন-বেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ

বসুদেবগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে, অনবধানতাপ্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে,—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, ''শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন''—এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, ''হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদিগের জয় হউক! জয় হউক!'' বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐদিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য জন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবস জগদীশকে অধিবাস পুরঃসর মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নান অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে জগদীশ জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন, সিন্ধুকুলে যে অক্ষয় বট আছে, তাহারই উত্তরে সর্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকারাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিকপালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে বলি প্রদান পূর্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজিও শ্রীপুরুষোত্তমে এইরূপভাবে শ্রীস্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। ফলশ্রুতি পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না, যাঁহারা সেবোন্মুখ চিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশের স্নানসেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না;—

''ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন ॥''

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে ''অনবসর কাল'' বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে এই সময় সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, অদ্য শ্রীপুরুষোত্তমদেবের স্নানযাত্রা ও তদুপলক্ষ্যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্ত্তন মহা-মহোৎসব ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীস্নানযাত্রা দর্শনোৎসব। ❑

প্রচার প্রসঙ্গ

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ব্যঙ্গালোর প্রচার)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ স্বপার্ষদ ব্যঙ্গালোরে শ্রীবলরাম পাল ভক্তমহাশয়ের গৃহে গত ১৩ই এপ্রিল, ২০১৯ শুভবিজয় করেন। ১৪ই এপ্রিল, ২০১৯

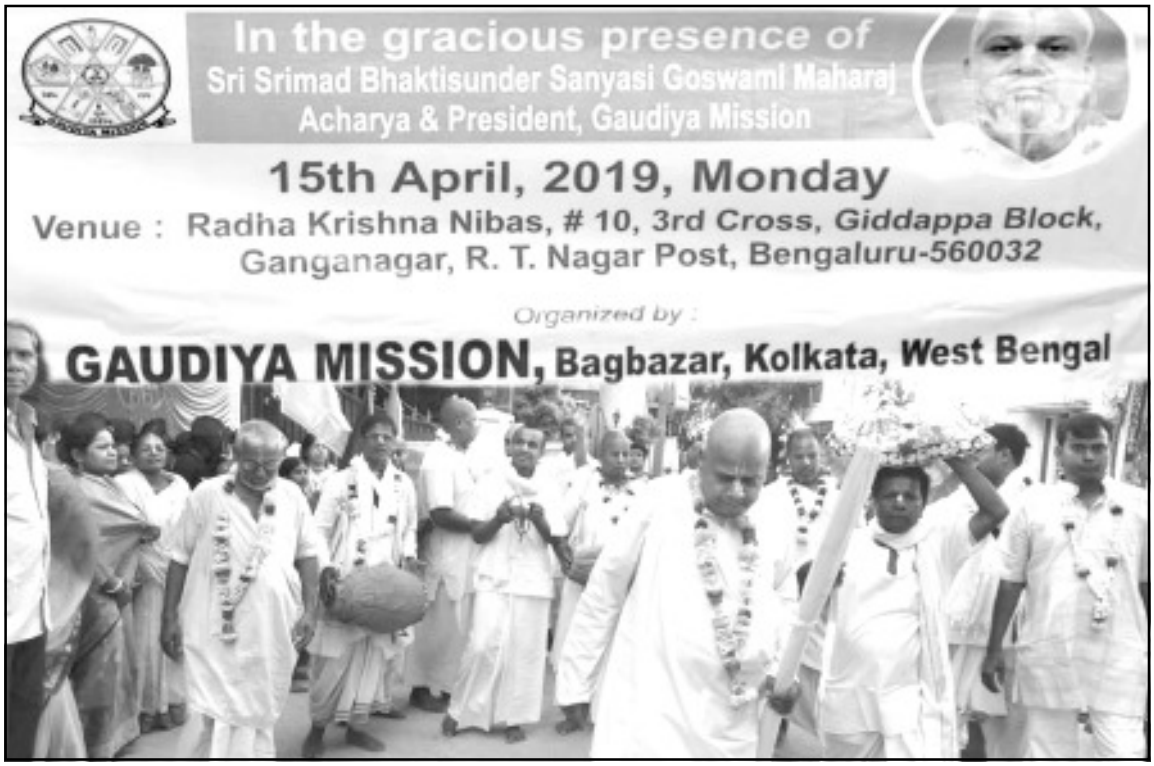

বাঙ্গালোরে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলী

শ্রীশ্রীরামনবমীর ব্রতোপবাস উপলক্ষ্যে বৈঠকী কীর্ত্তনের পর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা কীর্ত্তন করেন। বিকাল ৫ ঘটিকায় বিশাল নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন ধ্বনি ব্যঙ্গালোর শহরকে প্লাবিত করে। প্রায় ১০০ জন ভক্তমণ্ডলী উক্ত শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।

১৫ই এপ্রিল, ২০১৯ সকাল মঙ্গলারতি, পরিক্রমা, গুরুবর্গের আরতি বৈঠকী কীর্ত্তনের পর শ্রীবলরাম পাল মহাশয়ের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যজ্ঞ কার্যাদি সম্পন্ন করেন মুম্বাই মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ। এরপর সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় Stage Programme -এ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণের মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন পরিবেশন অন্তে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে'' ''শ্লোকের মাধ্যমে গৃহ প্রবেশের প্রকৃত তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিন বিকাল ৬ ঘটিকায় স্থানীয় ভক্ত শ্রীপদ্মরাজেশ্বর প্রভুর বাসভবনে হরিকথা আলোচিত হয়। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা কীর্ত্তন করেন। এরপর কিছুক্ষণ হিন্দীভজন কীর্ত্তন করেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ। সবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অতিমর্ত্ত্য লীলাবলীর কথা কীর্ত্তন করেন। সবশেষে প্রায় ১৫০ জন ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৬ই এপ্রিল, ২০১৯ হরিবাসর তিথি উপলক্ষ্যে দৈনন্দিন ভজন ক্রিয়াদি, শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের মঙ্গলারতি কীর্ত্তন ও বৈঠকী কীর্ত্তনের পর তিনি হরিবাসর তথা একাদশী ব্রতাদি পালনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিকথা পরিবেশন করেন। পরে বেলা ১০.৩০ ঘটিকায় শ্রীমতী স্বপ্না দাসীর বাসভবনে হরিকথা পরিবেশন করেন যথাক্রমে আমলাজোড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ ও সবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর হরিকথা পরিবেশন করেন। তারপর প্রায় ১৫০ জন ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আসুন! সহজে সংস্কৃত, ভক্তিশাস্ত্রী, ইংরাজী ও মৃদঙ্গ বাদন শিখুন

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মঠ তথা গৌড়ীয় মিশন। ''গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ'' মিশনের অধীনস্থ একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান রূপে ১৯৩৫ সাল থেকে কার্যরত। ইহা পরাবিদ্যা লাভের একমাত্র পীঠস্থান স্বরূপ। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী রূপ-দান দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিশন কর্ত্তৃপক্ষ উহার নাম দিয়েছেন ''গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌''। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে প্রচার ও প্রসারের জন্য মিশন এই উদ্যোগ নিয়েছেন তারই ফলস্বরূপ সংস্কৃত শিক্ষা (**Basic & Advance Course**), ভক্তিশাস্ত্রী শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা ও মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষার ক্লাস গত ১৫ই মে, ২০১৯ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহায়তায় এই পাঠক্রমগুলি পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষান্তে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মিশনের তরফ থেকে বিশেষ শংসা পত্র প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্ত্তমানে পঠন ও শিক্ষণরত ক্লাসের বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হলো—

মৃদঙ্গ বাদন	**রবিবার**	**সকাল ১১-১ টা**
	শুক্রবার	**বিকাল ৫-৭ টা**
সংস্কৃত ক্লাস	**মঙ্গলবার**	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
	বৃহস্পতিবার	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
	শনিবার	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
ইংরাজী শিক্ষা	**রবিবার**	**বিকাল ৪-৬ টা**
	সোমবার	**বিকাল ৫-৭ টা**
ভক্তিশাস্ত্রী শিক্ষা	**প্রতিদিন**	**বিকাল ৩-৪টা**

ইচ্ছুক ব্যক্তি অতিশীঘ্র যোগাযোগ করুন— ৯৪৭৭৫৮৭২১৯, ৮০১৭৫৭৩২৫৫

যোগাযোগের সময়—সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ।

মিশনের উক্ত শিক্ষামূলক কার্যে আপনার সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/06/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R N I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত। হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org